দেবী মুখোপাধ্যায় ও ছায়া দেবী অভিনীত
এম, জি, পিকচার্সের প্রথম নিবেদন
বিশ বছর আগে
প্রযোজনা ও পরিচালনা, গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিবেশক, প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

এম্‌, জি, পিকচার্সের প্রথম অবদান

বিশ বছর আগে

প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়

কাহিনী—বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

ব্যবস্থাপনা—মণিলাল শ্রীবাস্তব
গান—মোহিনী চৌধুরী
আলোকচিত্র—প্রবোধ দাস
শব্দগ্রহণ—সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দ্দেশ—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
সুরযোজনা—সন্তোষ মুখোপাধ্যায়
আবহ-সঙ্গীত—পরিতোষ শীল
সঙ্গত—সুরশ্রী

নৃত্য পরিকল্পনা—পিটার গোমেস
স্থির-চিত্র—বিশ্বনাথ ধর
পটশিল্প—সুধীর খাঁ
সম্পাদনা—ভোলানাথ আঢ্য
আলোক-সম্পাত—প্রভাস ভট্টাচার্য্য
রূপসজ্জা—ত্রিলোচন পাল
(ইষ্টার্ণ টকিজের সৌজন্যে)
চিত্র-অঙ্কন—দিগেন ষ্টুডিও

— সহকারী —

পরিচালনায়—পঙ্কজ দত্ত, শঙ্কর চক্রবর্ত্তী, বিদ্যুৎ ধর, সমর চক্রবর্ত্তী
আলোক-চিত্রে—রবীন মজুমদার, প্রমথ দাস, প্রফুল্ল সিংহ
শব্দগ্রহণে—সমেন চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ তেওয়ারী. নরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শিল্প নির্দ্দেশে—গোবিন্দ ঘোষ, সন্তোষ শর্ম্মা
সুরযোজনায়—নরেন ভট্টাচার্য্য সম্পাদনায়—নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য্য
আলোক সম্পাতে—শৈলেন পাল, অজিত চট্টোপাধ্যায়, নন্দ মল্লিক, দুলাল দাস
রূপসজ্জায়—কার্ত্তিক দাস, দুলাল দাস, হেম গুহ ব্যবস্থাপনায়—মোহন যাজ্ঞিক
রসায়নাগারিক—আর. বি. মেহতা বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটারিজ।

● ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে গৃহীত ●

— ভূমিকায় —

দেবী মুখোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার মিত্র, বেচু সিংহ, ভূপেন চক্রবর্ত্তী, বিশ্বনাথ ধর, রাধারমন, ঋষিপতি, বিজন, সৌমেন্দ্র, দেবেন, দেবব্রত, গোপাল প্রভৃতি। ছায়া দেবী, পদ্মা দেবী, আরতি মজুমদার, অনুভা গুপ্ত, মিনতি, ছায়া চৌধুরী, হেনা, গৌরী, বেবীছায়া, সান্ত্বনা, গীতা, মীনা প্রভৃতি।

নিবেদন—এই চিত্রে অভিনয় প্রসঙ্গে দেবী মুখোপাধ্যায় প্রায়ই অভিমত প্রকাশ করতেন যে দীপকের চরিত্র চিত্রনই তাঁর শ্রেষ্ঠতম কৃতিত্ব। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তিনি নিজে আর তা দেখে যেতে পারলেন না। সেই পরলোকগত শিল্পীর সম্মানার্থে এবং সংশ্লিষ্ট কলাকুশলী ও শিল্পীবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে সুধীজন যাতে তাঁর এই শেষ ও শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনটি থেকে বঞ্চিত না হন সেই উদ্দেশ্যে দেবী মুখোপাধ্যায়-অভিনীত অংশ যথাযথ রেখে তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর গৌতম মুখোপাধ্যায় ও অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে অসম্পূর্ণ অংশটুকু অভিনয় করিয়ে নেওয়া হ'য়েছে। আশা করি আমাদের এই সিদ্ধান্ত আপনাদের সমর্থন লাভ করবে।—এম্‌, জি, পিকচার্স

প্রাইমা ফিল্মস্‌ (১৯৩৮) লিঃ
৭৬।৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা [মূল্য দুই আনা

কাহিনী

দীপক, প্রদীপ আর তমসা—অভিন্নহৃদয় কলেজ জীবন থেকেই। কিন্তু সেদিন তাদের বন্ধুত্বে ভাঙন ধরলো তমসাকে নিয়েই। প্রদীপের টান তমসার দিকে, তমসাকে চায় সে বিয়ে ক'রতে—এজন্যে সে দেশের বিরাট জমিদারি এবং সুন্দরী স্ত্রী বনলতাকেও ছেড়ে আসতে দ্বিধা করেনি অবশ্য এ ব্যাপারটা তমসার কাছে অজ্ঞাতই রেখে দিয়েছিল। আর এদিকে তমসা প্রকৃতপক্ষে দীপককেই চায়—দীপক একজন অভিনেতা, মাতাল এবং তন্বী নামক এক অভিনেত্রী দীপককে স্বামীর আসনে বসিয়ে রেখেছে তা জানা সত্ত্বেও। দীপক সমস্ত ব্যাপারটায় নির্লিপ্ত থাকতে চাইলেও প্রদীপের মনে বিরোধ-বহ্নি বেশ ভালরকমেই জ্বলে উঠলো। তমসার মনে দীপক সম্পর্কে ঘৃণা ও বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলার জন্যে প্রদীপ দীপককে এক জঘন্য প্রকৃতির ব্যক্তি ব'লে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা ক'রলে কিন্তু ফল কিছুই হ'লো না,

কারণ তমসা দীপকের বিষয় সব কিছুই জানে এবং তা সত্ত্বেও তাকে ভালবাসে। এরপর প্রদীপের চেষ্টা অন্যপথ ধ'রলে—তন্বী সম্পর্কে দীপকের দুর্ব্বলতার পরিচয় সে পেলে এবং তন্বীকে হরণ ক'রে দীপকের ওপর জীঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার একটা ষড়যন্ত্র ক'রলে। ব্যাপার যে এতদূর গড়াবে দীপক তা ভাবতেই পারেনি। প্রদীপকে সে শুধু বন্ধুরূপে দেখেনা, অন্নদাতা রূপেও শ্রদ্ধা করে কারণ তারই আনুকূল্যে তারই থিয়েটারে সে চাকুরি করে। তাছাড়া কোন মেয়েকেই সে ভালবাসতে পারে না, এটা যেন ওর রক্তের মধ্যে নেই, ছন্নছাড়া জীবনটাই তার কাছে প্রিয়। তাই নটীর নূপুরের তালে তালে যে জীবনের উত্থান আর পতন তাকে যে ভালবাসতে নেই এই কথাটাই তমসাকে সে বোঝাতে চেষ্টা ক'রলে যাতে তমসা তার ওপর থেকে প্রণয় সরিয়ে নিয়ে প্রদীপকেই ভালবাসে। তমসা কিন্তু বুঝেও বোঝেনা যেন।

বিদ্বেষকে আরও পাকিয়ে তোলার জন্যে প্রদীপ থিয়েটারে টাকা দেওয়া বন্ধ ক'রে দিলে। থিয়েটার কিন্তু তবুও বন্ধ হ'লো না; তন্বীর দিদি মনীষা থিয়েটার চালাবার ভার নিলে এবং টাকাও দিলে—প্রদীপ বুঝলে তাকে অপমান করার জন্যে এটা দীপকেরই একটা চাতুরি।

ঠিক এই সময়েই প্রদীপকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ক'লকাতায় এসে হাজির হ'লো বনলতা নিজে, সঙ্গে এলো দাদু যদুপতি আর দুঃখদহন। দীপকের কাছ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে দুঃখদহন প্রদীপের সন্ধান পেলে এবং তাকে জোর ক'রে বনলতার সামনে এনে হাজির ক'রে দিলে। বনলতার সমস্ত আকুল আকুতি ব্যর্থ হ'লো, প্রদীপ ফিরে যেতে রাজী নয় কোন মতেই। বনলতার ব্যর্থ বিক্ষুব্ধ অন্তরে প্রতিশোধ বৃত্তি জেগে উঠলো—প্রদীপ যাতে ক'লকাতার ভদ্র সমাজে মাথা-তুলে দাঁড়াতে না পারে সেই ব্যবস্থা করার সঙ্কল্পে দৃঢ় হ'য়ে উঠলো সে। সে সুযোগও তার এলো কয়েকদিনের মধ্যেই।—নতুন নাটক মঞ্চস্থ হবে। দর্শকের আসনে সমাসীন তমসা আর প্রদীপ, আর তাদের অলক্ষ্যে বনলতা আর দুঃখদহন। তারপর প্রদীপের ক্ষণিক অনুপস্থিতির সুযোগ এবং দুঃখদহনের প্ররোচনায় বনলতা

ও তমসার সাক্ষাৎ সম্ভব হ'লো সহজেই। প্রদীপও ফিরে এলো আর তমসাও থিয়েটার ছেড়ে চলে গেল; ব্যাপারটা অনুধাবন করবার আগেই প্রদীপ দেখলে সামনে দাঁড়িয়ে বনলতা—ইতিমধ্যে যে কি ঘটে গিয়েছে বুঝতে তার বাকী রইল না।

সেই রাত্রে থিয়েটার থেকে ফেরবার পথে তন্বী অপহৃতা হ'লো।

দুঃখদহনের কাছে সংবাদ পেয়ে দীপক যখন তন্বীর খোঁজে প্রদীপের বাগানবাড়ী দীপান্বিতায় পৌঁছলো তখন সামনে পেলে সে দুটি মৃতদেহ—একটী তন্বীর আর অপরটি প্রদীপের আর এমনি ভাগ্যলিপি ওদের খুনের জন্যে সে-ই পড়লো ধরা।

তারপর বিশ বছর পার হ'য়ে গেছে। দীপান্বিতার আঁধার কুঠরীতে একজনের আবির্ভাব হ'লো এক গভীর রাতে—বিশ বছর আগেকার সেই হত্যা রহস্যের সমাধান খুঁজতে চায় সে—কিন্তু সে-সন্ধান কে দেবে?

গান

১। তন্বীর গান

হৃদয় দিয়ে কি পাবনা হৃদয় খানি
সে কি বুঝিবে না
বুঝিবে না হায়, আমার না বলা বাণী।
জীবনের নদীকূলে
যে ঢেউ উঠেছে দুলে,
সে যে ফিরে যায়, যায় কুল্ ভেঙ্গে যায়
নিষ্ঠুর আঘাত হানি॥
আমি যারে চাই জানি
জানি সে চির-সুদূর,
আঁখিজল জানে প্রেম সে কত মধুর;
মনে মনে সারা বেলা
একি ভাঙা গড়া খেলা
আশা নাই তবু দুরাশার শেষ নাই
একি মায়া নাহি জানি॥

২। দীপক ও তন্বীর গান

মায়াজাল বুনছে মনে কোন্ খেয়ালী,
আলেয়ায় বাঁধতে হৃদয় কাঁদছে খালি
কোন খেয়ালী!

যারে হায় যায় না পাওয়া
কেন তায় মিথ্যে চাওয়া
কেন হায় মনের সাথে এই হেয়ালী,
এই হেয়ালী!
আলেয়ায় বাঁধতে হৃদয় কাঁদছে খালি
কোন খেয়ালী!

যদি চোখ অশ্রুভেজা
তবু তুই গান গেয়ে যা
সে গানের সুরের সুরায় ভর্ পেয়ালী
ভর্ পেয়ালী!

ভ'রে যাক্ হৃদয়খানি কানায় কানায়
অজানার লাগুক্ দোলা মন মোহনায়
মিলনের স্বপ্ন মিছে
কেন যাস্ ছায়ার পিছে
কাছে আয় নাচের নেশায় হোক্ মিতালী
হোক্ মিতালী!
জীবনের রঙ মহালে জ্বাল দেয়ালী
জ্বাল্ দেয়ালী!
আলেয়ায় বাঁধতে হৃদয় কাঁদছে খালি॥

৩। তমসার গান

একি দোলা লাগে প্রাণে প্রাণে!
জাগে ভালবাসা গানে গানে!!
বুঝি স্বপন দেখার দিন এল এলো রে
ফুলে ফুলে ভরা যৌবন যৌবনে
মাতাল বাতাস এলোমেলো রে!!

নয়নে নয়নে স্বপন দীপালী
বনে বনে ঝরে বকুল শেফালী,
হৃদয় বলে ওগো দূরের সাথী, মম দূরের সাথী,
সুরের সুধা মনে ঢেলো রে; দিন এলো রে!!
আমি জানি, জানি তবু তারে জানি না
আলোছায়ার মধুমায়া দিয়ে
সে যে ভরেছে হৃদয় আঙিনা
তারে জানি না, জানি না!
জীবন নদীর ধারা
বাধা বাঁধন হারা
আশার জোয়ার ছাড়া পেলরে; দিন এলো রে!!

৪। সখিদের গান

কথাটি বলিস্ না রে
ও পথে চলিস্ না রে
যেন ধ্যান ভাঙে না প্রাণ সজনীর চুপ্ চুপ্ চুপ্!
আহা কোন্ জনা ওর ধ্যানের ছবি,
রূপ যে অপরূপ!!

মরি কি সুঠাম তনু
সুচারু ভুরুর ধনু
আর দীর্ঘ হাতে ধনুর সাথে বানভরা ঐ তূণ।
জানি আর কেহ নয় এই মহাবীর নিশ্চয় অর্জ্জুন।
হুঁ হুঁ তাই তো বটে
যে ছবি আঁকছে পটে
সে যে অর্জ্জুনেরি কোথায় সখি
দেখলো বলো তায়?

এতো নয় চোখে নয় মনের দেখা হায় হায় হায়!!
শুনেছে কৃষ্ণ মুখে কৃষ্ণ সখার কীর্তি সজনী
ভেবেছে একমনে সে কেমন সেজন দিবস রজনী,
বুঝি প্রাণের ধ্যানে তাই পেল সে স্বপ্নে দেখা রূপ।
যেন ধ্যান ভাঙে না প্রাণ সজনীর চুপ্ চুপ্ চুপ্!!

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ-এর পক্ষ হইতে শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়র্কস লিমিটেড হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে বি-এস-সি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সিনে প্রোডিউসার্সের

মায়ের ডাক

কাহিনী - চাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী
পরিচালনা - সুকুমার মুখার্জ্জী
সংলাপ - মণিলাল বন্দ্যোঃ
ভূমিকায় - অনুভা · উমা · গায়ত্রী · নীলিমা
বিপিন গুপ্ত · ফণি রায় · মঙ্গল · বিভূতি মুখো

ডি. জি. প্রোডাকসন্সের

জীবন ও যুদ্ধ

ভূমিকায় -
মণিকা (গাঙ্গুলী)
সরযূ বালা
কমল মিত্র
সুপ্রভা · ডি. জি
শৈলেন পাল
সন্তোষ সিংহ
কমল চট্টো
গুরুদাস বন্দ্যো

পরিচালনা - ধীরেন গাঙ্গুলী

সুরশিল্পী -
বিনোদ গাঙ্গুলী

ভ্যানগার্ড প্রোডাকসন্সের
বাঙলা ছবি!

সাধারণ মেয়ে

পরিচালনা - নীরেন লাহিড়ী
কাহিনী - পাঁচুগোপাল
সঙ্গীত - রবীন চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকায় - দীপ্তি রায় · সুপ্রভা · পাহাড়ী
সান্যাল · জহর · নীতীশ · তারাকুমার
শ্যামলাহা · নবদ্বীপ · বেচু · কৃষ্ণধন
চিত্তেন · কুমার · কানু · তুলসী প্রভৃতি

সোল ডিষ্ট্রীবিউটার্স—প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিমিটেড
৭৬।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, (রূপবাণী বিল্ডিংস্) কলিকাতা

বই এর মূল্য
৶০